সমকাল

তারিখ 03 MAY 2014
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৫

শিক্ষকদের স্বতন্ত্র পে-স্কেল

শরিফুল ইসলাম

বর্তমান সরকার শিক্ষাবান্ধব সন্দেহ নেই। অতীতের তুলনায় বর্তমান সরকার গত পাঁচ বছরের সময়সীমায় বিনামূল্যে শিক্ষার্থীদের বই প্রদান, কয়েক হাজার প্রাইমারি স্কুল সরকারিকরণ, প্রাথমিক ও জুনিয়র বৃত্তির সংখ্যাবৃদ্ধিসহ যুগান্তকারী-ঐতিহাসিক রেশ কিছু পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়ন করেছে। জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে যাওয়া এসব সুফল এখন সংশ্লিষ্ট সবাই পাচ্ছেন। তবে এ সুফল সম্পূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থার আংশিক মাত্র। দেশের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার সিংহভাগ এখনও বেসরকারি ও নাজুক অবস্থায় পড়ে আছে। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগ ও প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ক্ষেত্রে সরকারি কোনো নিয়ন্ত্রণ না থাকায় সেখানে সীমাহীন স্বজনপ্রীতি ও অযোগ্যদের দৌরাত্ম্য ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। মাধ্যমিক পর্যায়ে এমন অনেক বেসরকারি বিদ্যালয় আছে যার ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি নিরক্ষর অথবা সামান্য লেখাপড়া জানা। ফলে সেসব মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা শুধু চাকরির স্বার্থে সভাপতির কটু মন্তব্য ও হঠকারী সিদ্ধান্তকেও সমীহ করতে বাধ্য হচ্ছেন।

এশিয়া মহাদেশে বর্তমানে বাংলাদেশ উন্নয়নের একটি মডেল রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। অতীতের তুলনায় রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিও যথেষ্ট প্রশংসনীয়। এমতাবস্থায় দেশের মানবসম্পদ উন্নয়নের প্রধান শিক্ষা খাতের সংস্কার সর্বাগ্রে জরুরি। ঔপনিবেশিক আমলের বেসরকারি শিক্ষক নিয়োগ পদ্ধতি বাতিল করে তা একটি স্থায়ী কমিশনের অধীনে ন্যস্ত করা উচিত। সে সঙ্গে সর্বস্তরের শিক্ষকদের জন্য একটি সময়োপযোগী ও যৌক্তিক সম্মানী প্রদানের জন্য স্বতন্ত্র বেতন স্কেলও সময়ের দাবি। আমাদের পার্শ্ববর্তী অনেক দেশেই শিক্ষকদের উন্নত বেতনস্কেলসহ শিক্ষক নিয়োগের জন্য স্থায়ী কমিশন রয়েছে। এ দেশেও অনুরূপ ব্যবস্থা বাস্তবায়নের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে বলে আমি মনে করি। ইদানীং প্রায়ই শোনা যায়, আর কয়েক বছরের মধ্যেই বাংলাদেশ একটি মধ্যম আয়ের উন্নত দেশের কাতারে শামিল হতে যাচ্ছে। একজন শিক্ষক হিসেবে, একজন দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসেবে তাই আমার প্রস্তাব, দেশের সর্বস্তরের শিক্ষা ব্যবস্থা জাতীয়করণসহ পৃথক শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষকদের স্বতন্ত্র পে-স্কেল প্রদান করা হলে তবেই তা সত্যিকারের উন্নয়নের মানদণ্ড অর্জন করতে পারবে।

বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, পাংশা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, পাংশা, রাজবাড়ী
sharifuljrd@gmail.com